রাজ্যসভায়ও পাশ হল বেসু বিল, জাতীয় মর্যাদায় শিলমোহর

নিজস্ব প্রতিনিধি, নয়াদিল্লি, ১৯ ফেব্রুয়ারি: কেবল রাষ্ট্রপতির সইয়ের অপেক্ষা। বাকি সব সারা। বুধবার রাজ্যসভায় বিল পাশ হয়ে যাওয়ায় জাতীয় মর্যাদায় শিলমোহর পড়ে গেল শিবপুর বেসুর। এ ব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গে সব রাজনৈতিক দলেরই উদ্যোগ ছিল। উদ্যোগ ছিল কেন্দ্রীয় সরকারেরও। তাই গত অধিবেশনে লোকসভায় হইহট্টগোলের মধ্যেও বার বার তালিকাভুক্ত করে শেষমেশ তা পাশ করিয়েছিল মনমোহন সিং সরকার।

একইভাবে এদিনও রাজ্যসভায় তেলেঙ্গানা নিয়ে হচ্চইয়ের মধ্যেই পাশ হয়ে গেল 'দি ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি, সায়েন্স, এডুকেশন অ্যান্ড রিসার্চ (অ্যামেন্ডমেন্ট) বিল ২০১৩। বিলটি পাশ হওয়ার পর তৃণমূলের রাজ্যসভার মুখ্যসচেতক ডেরেক ও'ব্রায়ান বলেন, এতদিনে জাতীয় মর্যাদা পেল বেসু।

বাংলার জন্য এটা অত্যন্ত ভালো খবর। লোকসভায় সৌগত রায় সহ যে তিন এম পি এস ইউ সি'র তরুণ মণ্ডল, আর এস পি'র প্রশান্ত মজুমদার এবং সি পি এমের সইদুল হক, বিলটি পাশ হওয়ার ব্যাপারে সরকারের সঙ্গে বার বার যোগাযোগ রেখে চলেছিলেন, তাঁরাও অত্যন্ত খুশি। খুশি রায়গঞ্জের এম পি দীপা দাশমুন্সিও। বিলটি পাশ করাতে বেসুর উপাচার্য অজয় কুমার রায়কে সঙ্গে নিয়ে তো বটেই, গত অধিবেশনে কেন্দ্রীয় মানবাধিকারমন্ত্রী পাল্লাম রাজুর কাছে বেশ কয়েকবার দরবার করেছেন তিনি। উদ্যোগী রাজ্যের এম পিরা এদিন বলেন, বেসুর মতো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে জাতীয় মর্যাদা দেওয়ার উদ্যোগে ডান বাম বলে কোনও দল নয়। রাজ্যের জন্য আমরা লড়েছি। সফল হয়েছি।

এবার রাষ্ট্রপতি প্রণব মুখোপাধ্যায়ের সম্মতির পরেই বেসুর নাম বদলে হয়ে যাবে, 'ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব ইঞ্জিনিয়ারিং সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি, শিবপুর' (আই আই ই এস টি)। রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে হয়ে যাবে কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠান। একইসঙ্গে এটিই হবে ভারতের প্রথম আই আই ই এস টি।

সরকারি সূত্রে জানা গিয়েছে, হাওড়ার এই বিশ্ববিদ্যালয়কে আন্তর্জাতিক মানের করে গড়ে তুলতে চলতি আর্থিক বছরে ১ কোটি টাকা বরাদ্দও করা হয়েছে। একইসঙ্গে জাতীয় মর্যাদার ওই প্রতিষ্ঠানের জন্য আগামী পাঁচ বছরের জন্য ৫৯২ কোটি ২০ লক্ষ টাকা দেওয়া হবে বলেও বিলের আর্থিক পরিকাঠামোয় জানানো হয়েছে।